



204986 - যবে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করনে তার হজ্জ কী শুদ্ধ হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি ১৪২২হিঃ সালে হজ্জ আদায় করছি। তবে আমার নকিট কিছু মানুষের ঋণ আছে। কারণ হচ্ছে- আমি কিছু মানুষকে কর্জ হাঙ্গানা (ঋণ) দিয়েছিলাম; তারা আমার সাথে প্রতারণা করেছে, এখন এ অর্থ পরিশোধ করার দায় আমার উপর। আমি একজন শাইখকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: আমি তো ঋণ পরিশোধ করনি; এমতাবস্থায় হজ্জ করা জায়যে হবে কনি? শাইখ বলছেন: জায়যে হবে। কারণ আপনি জানেন যে, আপনি অচরিই ঋণ পরিশোধ করে দবিনে, ইনশাআল্লাহ। একই বিষয়ে আপনাদের এক প্রশ্নের উত্তরে বপিরীত তথ্য পলোম। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ কী কবুল হয়েছে? কারণ আমি ঋণ পরিশোধ না করে হজ্জ গছি, পাওনাদারদের কাছ থেকে অনুমতি নইনি। যদি আমার হজ্জ মাকবুল না হয়; তাহলে আমার করণীয় কী? আমার প্রথম হজ্জ কী ফরজ এবং দ্বিতীয় হজ্জ কী সুন্নত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

span lang=BN-BD style='font-family: SolaimanLipi;mso-bidi-font-family:SolaimanLipi;mso-bidi-language:BN-BD'> উত্তর:

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন প্রশ্নকারীর ইবাদত কবুল হওয়া সম্পর্ক প্রশ্ন করা এবং উত্তরদাতার এ সম্পর্কে উত্তর দয়া উচিতি নয়। কারণ ইবাদত কবুল হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নকিট। বরং প্রশ্ন করতে হবে ও উত্তর দিতে হবে ইবাদত শুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে, ইবাদতের শর্তাবলি ও রুকনগুলো পরিপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে।

যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল কনিতু তার জমিদারতি অন্তদরে পাওনা ঋণ রয়েছে তার হজ্জ সহহি হবে; যদি হজ্জের রুকন ও শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়। সম্পদের সাথে বা ঋণের সাথে হজ্জের শুদ্ধতার কোন সম্পর্ক নই। তবে যে ব্যক্তির ঋণ আছে সে ব্যক্তির জন্য হজ্জ না করা উত্তম। যে অর্থ সে হজ্জ আদায়ে খরচ করবে সে অর্থ ঋণ আদায়ে খরচ করা উত্তম এবং শরয়ি বিবেচনায় সে সামর্থ্যবান নয়। এ বিষয়ে স্থায়ী কমিটির আলমেগণের ফতোয়া নম্বরূপ:

১- হজ্জ আদায় করার জন্য যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন: ইনশাআল্লাহ হজ্জ সহহি। হজ্জের শুদ্ধতার উপর ঋণ গ্রহণের কোন প্রভাব নই। শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক



আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৪২) থেকে সমাপ্ত]

২- তাঁরা বলেন:

“হজ্জ ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে- সামর্থ্যবান হওয়া। সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে- আর্থিক সামর্থ্য। আর যো ব্যক্তির উপর ঋণ রয়েছে, ঋণদাতারা যদি ঋণ আদায় করার আগে হজ্জ আদায়ে বাধা দিয়ে তাহলে সে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করবে না। কারণ সে সামর্থ্যবান নয়। আর যদি তারা ঋণ আদায়ে চাপ না দিয়ে এবং সে জানে যে, তারা সহজভাবে নবি তাহলে তার জন্য হজ্জ আদায় করা জায়যে আছে। হতে পারে হজ্জ তার ঋণ আদায় করার জন্য কোন কল্যাণের পথ খুলে দিবে।”

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান

[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৪২) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন [41739](#) নং প্রশ্নোত্তর।